দৈনিক সংবাদ

তথ্য ও পরিসংখ্যান ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 27 JAN 1989
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

30

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিনামূল্যের বই

দেশের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় অনিয়ম। ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে বিনামূল্যে নতুন পাঠ্যবই বিতরণ করা এবং জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে ক্লাস শুরু করার জন্যে বাংলাদেশ সরকার নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় জানুয়ারী মাসের ২০দিন চলে গেল (পত্র দেয়ার তারিখ পর্যন্ত) এখনো পর্যন্ত ছেলে মেয়েদের কাছে বিনামূল্যের নতুন পাঠ্যবই পৌছেনি। অভিভাবকেরা নগদ মূল্যে কয়েকটি লাইব্রেরী হতে চড়াদামে বই কিনে তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাচ্ছে, কিন্তু যাদের বইকেনার সামর্থ্য নেই তাদের কি উপায়? আরো চিন্তার বিষয় বিনামূল্যের সরকারী বই কি করে বিক্রির জন্য লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়। যাতে কিছু দিনের মধ্যেই শিক্ষা অনুরাগী ছাত্র/ছাত্রীদের হাতে বিনামূল্যের নতুন পাঠ্যবই বিতরণ করা যায়, সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষীয় মহলের আশু দৃষ্টি কামনা করি।

নাণ্টু কুমার দাশ
ইমাম গাজ্জালী কলেজ,
রাউজান, চট্টগ্রাম।

শিক্ষক চাই

আমরা টাংগাইল জেলার সখিপুর উপজেলাধীন ৬নং কালিয়া ইউনিয়নের সাড়াসিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রী। আমাদের বিদ্যালয়টি নানা সমস্যায় জর্জরিত। তন্মধ্যে শিক্ষক সমস্যা অন্যতম। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে পাঁচজন শিক্ষকের স্থলে দু'জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। ফলে আমাদের লেখাপড়ার ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে। এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে বার বার যোগাযোগ করেও কোন লাভ হয়নি। তাই অনতিবিলম্বে আমাদের বিদ্যালয়ে নুতন শিক্ষক নিয়োগ করে আমাদের লেখাপড়ার পথ সুগম করার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

সাড়াসিয়া সরকারী প্রাথমিক
বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ।

সমাজ কল্যাণে এম এস এস পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে কবে?

সমস্ত দেশের জনগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট নিয়ে উদ্বিগ্ন। মাননীয় উপাচার্জ মহোদয়ও কিছুদিন আগে এক নবীন বরণ অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, "আর সেশন জট নয়।" একথা শুনে আশ্বাণ্বিত হয়েছিলাম, এখন থেকে হয়ত ঠিক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা এবং ফল প্রকাশ হবে।" কিন্তু কতিপয় বিভাগের শিক্ষকদের গাফলতি এবং দায়িত্বহীনতার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিক সময়ে পরীক্ষা এবং ফল প্রকাশ হচ্ছে না। সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটের ১৯৮৪-৮৫ এম, এস এস শেষ বর্ষের পরীক্ষার্থীদের অনুরোধ ১৯-৭-৮৮ তারিখ থেকে তাদের এম, এস, এস শেষ বর্ষ কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা শুরু এবং আগষ্ট মাসে শেষ হয়। ধারণা ছিল ২/৩ মাসের মধ্যেই ফল প্রকাশ হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি আইনও প্রণীত হয়েছে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর থেকে ৯০ দিনের মধ্যে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করার। কিন্তু দুঃখের বিষয় সমাজ কল্যাণ বিষয়ের পরীক্ষা শেষ হয়েছে ১৪০ দিন চল্লিশ) অতিক্রান্ত হয়ে গেল (পত্র লেখার তারিখ পর্যন্ত), অদ্যাবধি ফল প্রকাশ হলো না। ইতিমধ্যে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের একই সেশনের অন্যান্য প্রায় সকল বিভাগের পরীক্ষা এবং ফল প্রকাশ হয়ে গেছে অনেক পূর্বেই। সমাজ কল্যাণের মাত্র ৭০ জন। পরীক্ষার্থী ফল প্রকাশে কেন এত দেরী হচ্ছে তা আমাদের বোধগম্য নয়। এ ব্যাপারে শীঘ্রই সমাজ কল্যাণ বিষয়ের পরীক্ষার ফল প্রকাশের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পরীক্ষার ফল প্রকাশ স্থগিত রেখে ৭০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি না খেলার জন্য অনুরোধ করছি। ইতিমধ্যেই অনেক ছাত্র ছাত্রীর চাকুরীর সময় পার হয়ে গেছে। অনেকের চাকুরীর বয়স পার হয় হয় অবস্থা।

মো: খায়রুল বাশার মোল্লা।
এম, এস, এস শেষবর্ষ পরীক্ষার্থী
১৯৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষ, সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।